দৃষ্টির হেফাযত করুন

(25-September-2025)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

দৃষ্টির হেফাযত করুন

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
গুনাহ থেকে বাঁচার অনন্য দোয়া 5
দৃষ্টির গুরুত্ব 8
দৃষ্টিকে নিচু রাখা সম্পর্কে ৩টি হাদীস শরীফ 10
প্রথম দৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? 11
নারীর দিকে তাকানোর হুকুম 12
পুরুষের কার কার সাথে পর্দা? 13
সবসময় মাথা ও চোখ নত করে রাখতেন! 14
চোখের কুফলে মদীনা 15
নার্সদের কারণে চোখ বন্ধ করে রাখতেন 15
চোখের হেফাযতের সর্বোত্তম উপায় 16
(১) কুদৃষ্টির শাস্তি 17
(২) চোখে আগুন পূর্ণ করে দেওয়া হবে 18
(৩) আগুনের শলাকা 18
নেক আমল নম্বর ৯ এর প্রতি উৎসাহ 19
একজন কামেল মু'মিনের পরিচয় 20
কথাবার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল 21
ঘোষণা 22
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 22

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 22
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 22
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 23
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 23
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 23
(৬) দরূদে শাফায়াত:.. 24
(১) এক হাজার দিনের নেকী.. 24
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 24
কথাবার্তার অবশিষ্ট মাদানী ফুল.. 25
প্রথম গ্রাসে এবং প্রতি গ্রাসে পড়ার দোয়া.................................... 25
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি... 27
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 28
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী.. 30
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 30
মাসিক ৪টি নেক আমল... 30
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 30
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া....................... 31

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

نَوَيۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَا جَلَسَ قَوۡمٌ مَجۡلِسًا لَمۡ يَذۡكُرُوا اللّٰهَ فِيۡهِ، وَلَمۡ يُصَلُّوۡا عَلٰى نَبِيِّهِمۡ اِلَّا كَانَ عَلَيۡهِمۡ تِرَةً فَاِنۡ شَاءَ عَذَّبَهُمۡ وَاِنۡ شَاءَ غَفَرَ لَهُمۡ

যে লোকেরা এমন কোনো মজলিসে বসে, যেখানে তারা না আল্লাহর যিকির করে আর না তাদের নবী (صَلَّى اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। সুতরাং আল্লাহ চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন অথবা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস: ৩৩৯১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

গুনাহ থেকে বাঁচার অনন্য দোয়া

হযরত ইউনুস বিন ইউসুফ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর সময়ের একজন প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰہُ عَلَیۡهِم اَجۡمَعِیۡن এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি

অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাতেন এবং আপন দয়ালূ প্রতিপালকের ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি তাঁর যৌবন আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। একবার তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন, হঠাৎ পথে এক যুবতী নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ল এবং কিছুক্ষণের জন্য মন তার দিকে ঝুঁকে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজের এই কাজের জন্য লজ্জিত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করার জন্য হাত তুললেন এবং এই শব্দগুলো সহকারে দোয়া করতে লাগলেন: হে আমার পাক পরওয়ারদিগার! নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে চোখ দান করেছ, যা এক বিরাট নেয়ামত, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এই চোখের কারণে আমি আযাবে পতিত হবো না তো এবং এই চোখ আমার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে না তো। হে আমার পাক পরওয়ারদিগার! তুমি আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নাও। দোয়া শেষ হতেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গেল এবং তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি তাঁর ভাতিজাকে সাথে রাখতেন, যে নামাযের সময় তাঁকে মসজিদে নিয়ে যেত এবং অন্যান্য প্রয়োজনেও তাঁর সাহায্য করত। তাঁর ভাতিজা তাঁকে মসজিদে রেখে বাচ্চাদের সাথে খেলতে চলে যেত। যখন তাঁর কোনো প্রয়োজন হতো, তিনি তাকে ডেকে নিতেন। এভাবেই সময় কাটছিল।

একবার তিনি মসজিদে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর শরীরে কিছু একটা চলার অনুভূতি পেলেন। তিনি ভাতিজাকে ডাক দিলেন, কিন্তু সে বাচ্চাদের সাথে খেলায় মগ্ন ছিল এবং তাঁর কাছে আসল না। তাঁর ভয় হলো যে, কোনো কিছু যেন ক্ষতি না করে দেয়। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে আবার ফরিয়াদ করলেন, হে আমার মওলা! এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার দৃষ্টিশক্তি যদি ফিরে না আসে, তবে তা আমার জন্য

পরীক্ষা এবং অপমানের কারণ না হয়ে যাবে। কারণ আমি এখন দেখতে পাই না, কোনো বিষাক্ত প্রাণী আমাকে ক্ষতি করতে পারে এবং বারবার নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যা আমার জন্য বড় পরীক্ষা, হে আমার দয়ালু মালিক! আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি অপমান এবং মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে যাই।

হযরত মালিক বিন আনাস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: তিনি তাঁর দোয়া শেষও করতে পারেননি, এর মধ্যেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল এবং এখন তিনি নিজেই অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমি তাঁকে উভয় অবস্থাতেই দেখেছি, অর্থাৎ সেই অবস্থায়ও দেখেছি যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল এবং সেই অবস্থায়ও দেখেছি যখন দোয়ার বরকতে তাঁকে আবার দৃষ্টিশক্তির নেয়ামত দান করা হয়েছিল এবং তিনি আগের মতোই এখন নিজই মসজিদে যেতেন এবং আপন দয়ালু প্রতিপালকের ইবাদত করতেন। **(উয়ূনুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা ১৬৫)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن কেমন মহান ব্যক্তি ছিলেন। এই মুবারক মনিষীরা যদি কোনো কাজে আখিরাতের উপকার দেখতেন, তবে তার জন্য দুনিয়াবী ক্ষতির পরোয়া করতেন না, কিন্তু দুনিয়াবী লাভের জন্য আখিরাতের ক্ষতি কখনো সহ্য করতেন না।

যেমনটি বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় ওলী হযরত ইউনুস বিন ইউসুফ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর নিকট এটা তো গ্রহণযোগ্য ছিল যে তাঁর চোখের জ্যোতি চলে যাক, কিন্তু সেই চোখ দিয়ে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা যেন কখনো না হয়। আল্লাহ পাক এই বুযুর্গদের ওসিলায় আমাদেরকেও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার এবং নিজের প্রতিটি অঙ্গকে গুনাহ থেকে সুরক্ষিত রাখার, বিশেষ করে চোখের কুফলে মদীনা লাগানোর তৌফিক দান করো। اٰمين بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ واٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দৃষ্টির গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুর্ভাগ্যবশত মানুষ যেমন কথা বলায় বেপরোয়া, তেমনি দেখায়ও বেপরোয়া। তার এটুকুও অনুভূতি নেই যে, দেখাও এমন একটি কাজ, যা তার জন্য সাওয়াব বা আযাবের কারণ হতে পারে। যেমন; যদি নিজের মাকে ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে, তবে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব পায় আর যদি কোনো নামুহরিমকে কামভাবের দৃষ্টিতে দেখে, তবে জাহান্নামের আগুনের হকদার হয়, কারণ নামুহরিম মহিলাকে দেখা মানুষের কাজ নয়, শয়তানের কাজ। যেমনটি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡمَرۡاَةُ عَوۡرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتۡ اِسۡتَشۡرَفَهَا الشَّيۡطَانُ অর্থাৎ মহিলারা হলো আওরাত অর্থাৎ গোপন রাখার জিনিস, যখন সে বের হয়, তখন শয়তান তাকে উঁকি দিয়ে দেখে।

(তিরমিযী, কিতাবুর রিযা, ২য় অধ্যায়, ১৮/৩৯২, হাদীস: ১১৭৬)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তি নিজের চোখ বন্ধ রাখতে সক্ষম নয়, সে নিজের লজ্জাস্থানেরও হেফাযত করতে পারে না। **(ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাব কাসরুশ শাহওয়াতাইন, ৩/১২৫)**

দৃষ্টির হেফাযতের গুরুত্ব এই বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, কুরআন পাকে এর ব্যাপারে সুস্পষ্ট হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেমনটি

পারা ১৮, সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلۡ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ يَغُضُّوۡا مِنۡ اَبۡصَارِهِمۡ وَ يَحۡفَظُوۡا فُرُوۡجَهُمۡ ؕ ذٰلِكَ اَزۡكٰى لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا يَصۡنَعُوۡنَ ﴿۳۰﴾

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে।

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "মুখতাসার মিনহাজুল আবেদীন"-এর ৬২ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, এখানে দৃষ্টি নিচু রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং বান্দার উপর অবশ্য কর্তব্য হলো যে, সে তার মালিকের হুকুম পালন করবে, নতুবা সে বেয়াদব বলে গণ্য হবে এবং তাকে বাধা দিয়ে মালিকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। আর আয়াতে যে বলা হয়েছে: "ذٰلِكَ اَزۡكٰى" এটা তাদের জন্য পবিত্রতর অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরকে পবিত্র করার এবং তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম। এই বাণীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, দৃষ্টি নিচু রাখার মধ্যে অন্তরের পবিত্রতা এবং ইবাদত ও কল্যাণের আধিক্য রয়েছে। কারণ যদি

তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে না আটকাও এবং এর লাগাম ছেড়ে দাও, তাহলে তা অনর্থক জিনিস দেখবে এবং যদি আল্লাহ পাকের দয়া অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ হয়তো তোমরা হারাম দেখবে, ফলে গুনাহে পতিত হবে, অথবা মুবাহ (বৈধ) জিনিসের দিকে তাকাবে, ফলে তোমাদের অন্তর তাতে ব্যস্ত হয়ে যাবে এবং এর কারণে তোমাদের মধ্যে কুমন্ত্রণা ও বিভিন্ন খেয়াল আসবে, অবশেষে তোমাদের অন্তর কল্যাণ থেকে উদাসীন হয়ে সেগুলোর মধ্যেই ডুবে থাকবে।

(মুখতাসার মিনহাজুল আবেদীন, পৃ. ৬২)

মনে রাখবেন! যেভাবে কুরআনে পাকে আল্লাহ পাক কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই অনেক হাদীস শরীফেও মুসলমান পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিচু রাখার এবং আল্লাহ পাকের হারাম করা জিনিস দেখা থেকে বাঁচার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসুন! এ বিষয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনি:

দৃষ্টিকে নিচু রাখা সম্পর্কে ৩টি হাদীস শরীফ

(১) ইরশাদ হচ্ছে: "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমরা সেখানে বসে কথাবার্তা বলি। ইরশাদ হলো: যদি রাস্তায় বসা ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় না থাকে, তবে রাস্তার হক আদায় করো। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: রাস্তার হক কী? ইরশাদ হলো: দৃষ্টি নিচু রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, সালামের উত্তর দেওয়া, নেকির দাওয়াত দেওয়া এবং মন্দ থেকে বারণ করা। (বুখারী, ২/১৩২, হাদীস: ২৪৬৫)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা অবশ্যই তোমাদের দৃষ্টি নিচু রাখবে এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং তোমাদের চেহারা সোজা রাখবে, নতুবা আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেবেন।

(মু'জামুল কবীর, ৮/২০৮, হাদীস: ৭৮৪০)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: এক দৃষ্টির পর দ্বিতীয় দৃষ্টি দিও না (অর্থাৎ যদি হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামুহরিমের উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে নেবে এবং আবার দৃষ্টি দেবে না) কারণ প্রথম দৃষ্টি জায়িয এবং দ্বিতীয়টি নাজায়িয। **(আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৫৮, হাদীস: ২১৪৯)**

প্রথম দৃষ্টি বলতে কী বোঝায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত তৃতীয় হাদীস শরীফটিকে কিছু অজ্ঞ লোক ভুলভাবে বর্ণনা করে, ✯ কিছুটা এভাবে বলতে শোনায় যে "প্রথম দৃষ্টি মাফ আছে"। তাই তারা তাদের দৃষ্টি সরায় না এবং লাগাতার কুদৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে। অথচ মাফ তো সেই প্রথম দৃষ্টি, যা কোনো নারীর উপর অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে সরিয়ে নেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া প্রথম দৃষ্টিও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। যেমনটি হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: প্রথম দৃষ্টি বলতে সেই দৃষ্টি, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো পরনারীর উপর পড়ে যায় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টি বলতে তাকে পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা। যদি প্রথম দৃষ্টিও গেঁথে রাখা হয়, তবে তাও দ্বিতীয় দৃষ্টির হুকুমের মধ্যে পড়বে এবং এতেও গুনাহ হবে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/১৭)

নারীর দিকে তাকানোর হুকুম

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "পর্দা ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" এর ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পুরুষের নামুহরিম নারীর চেহারা দেখা বা না দেখা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে এভাবে লিখেন: (পুরুষ পরনারীর চেহারা) দেখবে না। তবে প্রয়োজনে কিছু শর্তসাপেক্ষে দেখতে পারে। এর কিছু অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পরনারীর দিকে তাকানোর হুকুম এই যে, (প্রয়োজনের সময়) তার চেহারা এবং হাতের তালুর দিকে তাকানো জায়িয, কারণ এর প্রয়োজন রয়েছে। কখনো তার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হয় বা কোনো ফয়সালা করতে হয়। যদি তাকে না দেখা হয়, তাহলে কীভাবে সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, সে এমন করেছে। তার দিকে দেখার ক্ষেত্রেও শর্ত হলো যে, কামনার আশঙ্কা না থাকা। আর এমনিতেও প্রয়োজন রয়েছে, কারণ (আজকাল গলি-বাজারে অনেক নারী ঘর থেকে বাইরে আসা-যাওয়া করে, তাই তাদের থেকে বাঁচাও কঠিন। কিছু আলেম পায়ের দিকে তাকানোকেও জায়িয বলেছেন। তিনি আরও বলেন: পরনারীর চেহারার দিকে তাকানো যদিও জায়িয, যখন কামনার আশঙ্কা না থাকে, কিন্তু এই যুগ ফিতনার যুগ। এই যুগে এমন লোক কোথায়, যেমন আগের যুগে ছিল? তাই এই যুগে তা (অর্থাৎ চেহারা) দেখা থেকে নিষেধ করা হবে। তবে সাক্ষী ও বিচারকের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে তাদের জন্য তাকানো জায়িয।

(পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর, পৃ. ৩০)

মনে রাখবেন! একজন মুসলমানের জন্য এই বিষয়টি জানা জরুরি যে, ইসলাম তাকে কোন কোন নারীর সাথে পর্দা করার হুকুম দিয়েছে এবং কোন কোন নারীর সাথে পর্দা না করার অনুমতি দিয়েছে। আসুন শুনি, পুরুষের কোন কোন নারীর সাথে পর্দা করতে হয়?

পুরুষের কার কার সাথে পর্দা?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: পুরুষের তার মামী, চাচী, ভাবী এবং তার স্ত্রীর বোন ইত্যাদি আত্মীয়দের সাথে পর্দা রয়েছে। পাতানো ভাই-বোন, পাতানো মা-ছেলে এবং পাতানো বাবা-মেয়ের মধ্যেও পর্দা রয়েছে। এমনকি পালক সন্তান (যখন সে পুরুষ ও নারীর বিষয় বুঝতে শুরু করে) তার সাথেও পর্দা রয়েছে। তবে দুধের সম্পর্কে পর্দা নেই, যেমন; দুধ-মা-পুত্র এবং দুধ-ভাই-বোনের মধ্যে পর্দা নেই।

(কারবালার রক্তিম দৃশ্য, পৃ. ৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৃষ্টির হেফাযতের বিষয়ে যদি আমরা আল্লাহওয়ালাদের জীবন অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা উপদেশের অনেক মাদানী ফুল পাব। যেমন; এই মহান ব্যক্তিরা শরয়ী হুকুমের অনুসারী ছিলেন, আপাদমস্তক লজ্জার মূর্ত-প্রতীক) ছিলেন, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাশাপাশি চোখের হেফাযতের বিষয়েও তাদের প্রবল মাদানী মানসিকতা তৈরি হয়ে যেত। তারা না-মুহরিমের সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, তাদের দিকে তাকানো থেকেও নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতেন। আসুন, উৎসাহ গ্রহনার্থে ৩টি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনি এবং নিয়ত করি যে, শরীয়তের

হুকুম পালন করে, এই আল্লাহওয়ালাদের অনুকরণ করে আমরাও নিজেদের দৃষ্টির হেফাযত করব। اِنْ شَآءَ الله

সবসময় মাথা ও চোখ নত করে রাখতেন!

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ইহইয়াউল উলূম" এর ১ম খণ্ডের ৫২৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত রাবী' বিন খুসাইম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সবসময় মাথা ও চোখ নত করে রাখতেন, এমনকি কিছু লোক তাঁকে অন্ধ মনে করত। তিনি ২০ বছর ধরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ঘরে যাতায়াত করতেন। যখন হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর দাসী তাঁকে (আসতে) দেখত, তখন বলত: "আপনার অন্ধ বন্ধু এসেছেন।" হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তার কথা শুনে মুচকি হাসতেন। তিনি যখন দরজা নক করতেন, দাসী বাইরে আসত এবং তাঁকে মাথা ও চোখ নত করে রাখতে দেখত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন হযরত রাবী' বিন খুসাইম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে দেখতেন, তখন এই পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করতেন:

وَبَشِّرِ الۡمُخۡبِتِيۡنَ ﴿۳۴﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৪)

<u>কানযুল ঈমানের অনুবাদ:</u> এবং হে মাহবূব! সুসংবাদ শুনিয়ে দিন সেই বিনীত লোকদেরকে।

এবং (পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করার পর) বলতেন: খোদার কসম! যদি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে দেখতেন, তবে তিনি আপনার প্রতি খুশি হতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি আপনাকে পছন্দ করতেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি আপনাকে দেখে মুচকি হাসতেন।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু আসরারুস সালাত, ১/২৩২)

চোখের কুফলে মদীনা

হযরত হাসসান বিন আবি সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের নামাযের জন্য গেলেন। যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: আজ আপনি কতজন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি চুপ থাকলেন। যখন স্ত্রী বেশি জোর করলেন, তখন তিনি বললেন: বাড়ি থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার পায়ের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়েছিলাম। **(কিতাবুল ওয়ার' লি ইবনি আবিদ দুনিয়া, ১/২০৫)**

নার্সদের কারণে চোখ বন্ধ করে রাখতেন

বিভিন্ন ইসলামী ভাইদের বর্ণনা রয়েছে যে, আমরা যখন হাজী যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হাসপাতালে নিয়ে যেতাম, তখন তিনি প্রায়ই চোখ বন্ধ করে রাখতেন। এর কারণ হিসেবে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, হাসপাতালে নার্স ইত্যাদি থাকে, আমার ভয় হয় যে, তাদের উপর দৃষ্টি পড়ে গেলো আর সেই অবস্থাতেই আমার রুহ বেরিয়ে গেলো। শূরা সদস্য হাজী আবু রযা মুহাম্মদ আলী আত্তারীর বর্ণনা রয়েছে যে, একবার আমি হাসপাতালে তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমি দেখলাম যে, তিনি বারবার চোখ বন্ধ করছেন। আমি ভাবলাম হয়তো তাঁর ঘুম আসছে, তাই আমি অনুমতি চাইলাম যে, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, আমি যাই। তখন তিনি বললেন: আপনি বসুন, আমার ঘুম আসছে না, বরং নার্সদের সামনে আসার আশঙ্কায় আমি চোখ বন্ধ করে নিই, যাতে তাদের উপর দৃষ্টি না পড়ে। **(মাহবুবে আত্তারের ১২২টি ঘটনা, পৃষ্ঠা ৫২)**

শুনলেন তো আপনারা, আল্লাহ্ওয়ালারা দৃষ্টির হেফাযতের ব্যাপারে কতটা সংবেদনশীল প্রকৃতির হতেন। শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পর-

নারীদের দেখা থেকে নিজেদের বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। তাদের এই ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস থাকত যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আল্লাহ্ পাক তো দেখছেন। আহ! যদি দৃষ্টির হেফাযতের এই মানসিকতা আমাদেরও নসীব হতো এবং আমরাও চোখের হেফাযতকারী হয়ে যেতাম।

চোখের হেফাযতের সর্বোত্তম উপায়

চোখের হেফাযতের উপর অটল থাকার একটি সেরা উপায় হলো, আমরা যেন মাঝে মাঝে নিজের আত্মসমালোচনা করি। যেমন; নিজের সাথে এভাবে কথা বলে নিজের আমলের পরিসংখ্যান নেওয়া যে, হে বান্দা! আল্লাহ্ পাক তোমাকে চোখের মতো নেয়ামত দান করেছেন, যার সাহায্যে তুমি যা চাও তাই দেখতে পারো। কিন্তু একটু ভেবে দেখ, তুমি এগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করেছো? যেমন; রাস্তা পার হতে, দ্বীনি ইলম শিখতে ও শেখাতে, কুরআন তিলাওয়াত করতে, বাইতুল্লাহ শরীফ, সবুজ গম্বুজ, পবিত্র স্থানসমূহ, পিতা-মাতা এবং নেককার লোকদের যিয়ারত করতে এগুলোর সাহায্য নিয়েছো, নাকি পরনারীদের দেখতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কুদৃষ্টি দিতে, সিনেমা-নাটক দেখতে, পত্রিকায় ছাপা হওয়া নামুহরিম নারীদের ছবি দেখতে, মহিলাদের ছবিযুক্ত বড় বড় বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড দেখতে, কারো চিঠি বা লেখা বিনা অনুমতিতে পড়তে, কম্পিউটার বা মোবাইলে অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখতে, কারো ঘরে উঁকি মারতে, বা এদিক-ওদিক ফালতু জিনিস দেখতে এগুলোর সাহায্য নিয়েছো? তোমাকে তো এই চোখগুলোকে পবিত্র রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তোমার তো তোমার দয়ালু প্রতিপালক, তাঁর হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن,

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং জান্নাতের যিয়ারতের আকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত ছিল। এর জন্য জরুরী ছিল যে, তোমার দৃষ্টি যেনো দুনিয়ার কোনো হারাম ও ফালতু জিনিসের উপর না পড়ে। কিন্তু আফসোস! এগুলি পবিত্র থাকতে পারল না। আজ তোমার হারাম জিনিস দেখতে খুব আনন্দ লাগে, কিন্তু মনে রাখবে! হারাম দৃষ্টিতে পূর্ণ এই চোখগুলোতে একদিন আগুন পূর্ণ করা হবে। তোমার চোখ তো এত নাজুক যে, ছোট একটি মশা বা বালির কণা তাতে ঢুকে গেলে কষ্টের তীব্রতা তোমার পুরো শরীরকে কাঁপিয়ে দেয়। রোদ থেকে হঠাৎ কোনো বন্ধ ঘরে চলে গেলে তোমার দেখার ক্ষমতা এত দুর্বল হয়ে যায় যে, কাছের জিনিসও দেখা যায় না। তাহলে নিজেকে এভাবে ভয় দেখাও যে, আহা! শত কোটি আহা! যদি এই চোখগুলোকে কুদৃষ্টিতে ব্যবহার করার এবং আল্লাহ্ পাকের হারাম করা জিনিস দেখার কারণে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হয়, তাহলে আমার কী হবে? আসুন! এখন কুদৃষ্টির শাস্তি সম্পর্কে ৩টি বর্ণনা শুনি এবং শিক্ষা গ্রহন করি। যেমন;

(১) কুদৃষ্টির শাস্তি

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিতহলো, তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কী হয়েছে? সে আরয করল: আমার পাশ দিয়ে এক নারী যাচ্ছিল, তো আমি তার দিকে তাকালাম এবং আমার দৃষ্টি অনবরত তার পিছু নিতে থাকল, এমন সময় হঠাৎ আমার সামনে একটি দেয়াল এসে পড়ল, যা আমাকে আহত করে দিল এবং আমার এই অবস্থা করে দিয়েছে, যা আপনি

দেখছেন। তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তাকে দুনিয়াতেই তার শাস্তি দিয়ে দেন।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুত তাওবা, ১০/৩১৩, নাম্বার: ১৭৪৭১)

(২) চোখে আগুন পূর্ণ করে দেওয়া হবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুন পূর্ণ করে দেবেন। (মুকাশাফাতুল কুলূব, পৃ. ১০)

(৩) আগুনের শলাকা

হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: নারীর সৌন্দর্য (অর্থাৎ রূপ ও লাবণ্য) দেখা ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি, যে ব্যক্তি নামুহরিম থেকে চোখের হেফাযত করবে না, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা বুলানো হবে।

(বাহরুদ দুমূ, পৃ. ১৭১)

একটু ভাবুন! সুরমা লাগানোর সময় আমাদের হাতের কাঁপুনি হয়, যদি সুরমার শলাকা চোখের সাথে হালকাভাবেও লেগে যায় বা সুরমা একটু কড়া হয়, তবে আমাদের চিৎকার বেরিয়ে যায়। যখন সুরমার সাধারণ একটি শলাকা আমাদের কাঁপিয়ে দেয়, তখন কুদৃষ্টির কারণে যদি আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাদের চোখে আগুনের শলাকা বুলানো হয়, তবে আমাদের কী হবে? দুর্ভাগ্যবশত, আজকাল কিছু মূর্খ লোক কুদৃষ্টিতে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, مَعَاذَ الله ثُمَّ مَعَاذَ الله যতক্ষণ পর্যন্ত নামুহরিম নারীদের দেখে না, তাদের শান্তি আসে না। তারা তাদের

এই খারাপ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাজার, শপিং মল, বিনোদন কেন্দ্র, মোটকথা যেখানে যেখানে বেপর্দা নারীদের ভিড় হয়, সেখানে ঘুরে বেড়ায়, খুব কুদৃষ্টি দেয় এবং নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংসের উপকরণ তৈরি করে। আমরা চিন্তা করি, আমরা কি নিজেদের মৃত্যুকে ভুলে গেছি? আমরা কি ক্ষমার বার্তা পেয়ে গেছি? আমরা কি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আসা আযাবকে ভুলে গেছি? আমরা কি প্রতিদিন বের হওয়া জানাযা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না? আমরা কি অসুস্থতায় বিছানায় কাতরাতে থাকা রোগীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না? আমরা কি সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরকে ভুলে গেছি? নাকি আমরা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব? কিয়ামতের দিন কি আমাদের থেকে হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের জীবনের সম্পর্ক এই দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য কেটে দেয়ার পূর্বে, আসুন, জেগে উঠি! এবং অন্য ইসলামী ভাইদেরকেও জাগ্রত করি!!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৯ এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদেরকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর এবং সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নেক কাজে উন্নতির জন্য যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ হলো প্রতিদিন "নেক আমল" এর পুস্তিকা পূরণ (Fill) করা। নেক কাজের অভ্যাস গড়ার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার

জন্য "নেক আমল" এর পুস্তিকা পূরণ (Fill) করার অভ্যাস বানিয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله আপনি নিজের মধ্যে স্পষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করবেন। এই নেক আমলগুলোর মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ৯ হলো: "আজ কি আপনি চোখকে গুনাহ (অর্থাৎ কুদৃষ্টি, সিনেমা, নাটক, মোবাইলে নোংরা ছবি ও ভিডিও, নামুহরিম নারী ও কাজিন ইত্যাদি) দেখা থেকে বাঁচিয়েছেন?" এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা কুদৃষ্টির দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পাব। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একজন কামেল মু'মিনের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! কুদৃষ্টি মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাওরই রাখে না। এর কারণে বান্দা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় বাড়তে থাকে, সব সময় তার মন ও মস্তিষ্কে শয়তান ছেয়ে থাকে, অদ্ভুত এক অস্থিরতা তার উপর চেপে থাকে, প্রবৃত্তির কামনা ও চিন্তাভাবনা তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। নফসের তৃপ্তির জন্য সে আরও ধ্বংসাত্মক গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, যেমন অপকর্ম (যিনা) ইত্যাদি ছাড়াও নিজের হাতে নিজের যৌবন নষ্ট করা থেকেও বিরত থাকে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনেছি যে, ☆ কুদৃষ্টি অপকর্ম (যিনা) ছড়ানোর একটি মাধ্যম, ☆ কুরআন করীম মুসলমানদের দৃষ্টির হেফাজতের শিক্ষা দেয়, ☆ অনেক হাদীস শরীফে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, ☆ দৃষ্টির হেফাযত করার মধ্যে অন্তরের পবিত্রতা রয়েছে, ☆ কুদৃষ্টি করা আল্লাহ পাক এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এর অসন্তুষ্টির কারণ, ☆ আল্লাহ্ওয়ালারা দৃষ্টির হেফাযতের ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল হয়ে থাকেন, ☆ কুদৃষ্টির শাস্তি কখনো কখনো দুনিয়াতেই পাওয়া যায়, ☆ কুদৃষ্টি মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কারণ, ☆ কুদৃষ্টিতে লিপ্ত ব্যক্তিরা অদ্ভুত অস্থিরতায় আক্রান্ত থাকে।

আল্লাহ পাক সমস্ত মুসলমানকে কুদৃষ্টি ও বেপর্দার ধ্বংসলীলা থেকে সুরক্ষিত রাখো। اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল শুনি: ☆ হেসে এবং প্রসন্ন মুখে কথা বলুন। ☆ মুসলমানদের মন জয় করার নিয়তে ছোটদের সাথে স্নেহপূর্ণ এবং বড়দের সাথে বিনয়ী স্বরে কথা বলুন। ☆ চেঁচিয়ে কথা বলা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকুন। ☆ যদিও একদিনের শিশুও হয়, ভালো ভালো নিয়তের সাথে তার সাথেও 'আপনি' 'জনাব' বলে কথা বলার অভ্যাস করুন। আপনার চরিত্রও اِنْ شَآءَ اللّٰہ উন্নত হবে এবং শিশুটিও আদব শিখবে। ☆ কথা বলার সময় পর্দার জায়গায় হাত রাখা, আঙ্গুল দিয়ে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অন্যদের সামনে বারবার নাক ছোঁয়া বা নাকে বা কানে আঙ্গুল দেওয়া, থুথু ফেলা ভালো অভ্যাস নয়।

ঘোষণা

কথাবার্তা বলার অবশিষ্ট মাদানী ফুলগুলো তরবিয়াতী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তরবিয়াতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ’লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِىْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কথাবার্তার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যজন কথা বলছে, ধৈর্য সহকারে শুনুন, কথা কাটা থেকে বিরত থাকুন এবং কথা বলার সময় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বাঁচুন কারণ অট্টহাসি দেওয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। কথা বলার সময় সবসময় মনে রাখবেন যে, বেশি কথা বললে ব্যক্তিত্ব কমে যায়। ✯ কারো সাথে যখন কথা বলবেন, তখন তার কোনো সঠিক উদ্দেশ্যও থাকা উচিত এবং সবসময় শ্রোতার ধারণক্ষমতা এবং তার মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী কথা বলুন। ✯ অশ্লীল ভাষা এবং নির্লজ্জ কথাবার্তা থেকে সবসময় দূরে থাকুন, গালিগালাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, কোনো মুসলমানকে শরয়ী বিনা অনুমতিতে গালি দেওয়া কঠোরভাবে হারাম। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭)** এবং নির্লজ্জ কথা বলা ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম। রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সেই ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথা (নির্লজ্জ কথা) বলে।

(কিতাবুস সামত মা'আ মাওসূ'আতুল ইমাম ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস: ৩২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রথম গ্রাসে এবং প্রতি গ্রাসে পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতেভরা ইজতিমার সময়সূচী অনুযায়ী "প্রথম গ্রাসে এবং প্রতি গ্রাসে পড়ার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। প্রথম গ্রাসে পড়ার দোয়াটি হলো:

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ - অনুবাদ: হে বিশাল ক্ষমাকারী।

প্রতি গ্রাসে পড়ার দোয়াটি হলো:

يَا وَاجِدُ

অনুবাদ: হে মহান ঐশ্বর্যশালী। (খযীনায়ে রহমত, পৃ. ১০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد